بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৫ অক্টোবর ২০২২

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে জুমুআর খুতবা প্রদান করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

"আজ পৃথিবী বিপর্যয়ের কিনারায় টলমল করছে" – হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

যুক্তরাষ্ট্রে এক ঐতিহাসিক সফরের মাঝে ১৪ অক্টোবর ২০২২, মেরিল্যান্ডের সিলভার স্প্রিং-এ অবস্থিত বায়তুর রহমান মসজিদে তাঁর সাপ্তাহিক জুমুআর খুতবা প্রদান করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

৫,৫০০ এর অধিক মানুষ জুমুআ'র খুতবায় অংশগ্রহণ করেন, যেখানে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) অবগত করেছিলেন যে, তার [তিরোধানের] পর খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি কেবল তিনিই জানান নি, বরং, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীর আগমনের পর খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যা চিরকাল কায়েম থাকবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বয়আতের (দীক্ষা গ্রহণ) সময়ে, প্রত্যেক আহমদী মুসলমান খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত হওয়ার অঙ্গীকার করে। তাই, প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের উচিত, তাদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা; অন্যথায়, বয়আতের শর্ত অপূর্ণ থেকে যাবে।”

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন, যেসকল আহমদী যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসিত হয়েছেন, নিরাপত্তা ও আশ্রয় লাভ করেছেন, তাদের নিশ্চিত করা উচিত, যেন তারা নিজেরা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আন্তরিকতার সঙ্গে ঈমানের দিকে পরিচালিত হওয়া থেকে বিচ্যুত না হোন।

বর্তমান পৃথিবীর ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, হযরতে মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যুদ্ধের ঘন কালো মেঘ আমাদের ওপর ছেয়ে আছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রতি সতর্ক করেছেন যে, যদি রাশিয়া নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করে, তাহলে এমন প্রতিক্রিয়া হবে যা ‘আরমাগেডন’-এ পরিণত হবে। সুতরাং, যারা এসব [পশ্চিমা] দেশসমূহে বসবাস করছেন তাদের এমনটি ভাবা উচিত হবে না যে, তারা এখানে অভিবাসিত হয়ে নিরাপদ থাকবেন। কোথাও কেউ নিরাপদ নয়। যখন ‘শক্তিধর’ এসব নেতাদের মন পরিবর্তিত হয়, তখন তারা কারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। তাই বর্তমান যুগ ও সময়ে এটি আহমদী মুসলমানদের কর্তব্য যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহ্ তা’লার ইবাদত ও নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“এটি আহমদী মুসলমানদের বিশ্বস্ততা এবং আল্লাহ্ তা’লার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং তাদের দোয়া, যা পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। আপনাদের হৃদয়ে সহানুভূতি সৃষ্টি করুন এবং এরপর মানুষের জন্য দোয়া করুন। আপনার গণ্ডির মধ্যে থাকা মানুষদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করুন যে, আমরা যদি আল্লাহ্ তা’লা ও তাঁর বান্দাদের প্রতি আমাদের দায়িত্বাবলি পূর্ণ করতে চেষ্টা না করি তাহলে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং, এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম/উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের উচিত তাদের দায়িত্বাবলি অবশ্যই পূর্ণ করা।”

বায়তুর রহমান মসজিদের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, এই শুক্রবারে মসজিদটি উদ্বোধনের পর ২৮ বছর পূর্ণ হলো।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যারা মসজিদের আশেপাশে বসবাস করেন, নতুন আগমনকারী ও পুরাতন বসবাসকারীদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, বিগত ২৮ বছরে তাদের আধ্যাত্মিকতার মানের উন্নতি সাধনে তারা কতটা সফল হয়েছেন, আর মসজিদের অধিকার প্রদানে তারা কতটা সফল হয়েছেন। যারা এই মসজিদে আসেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই মসজিদের আসন্ন দশক ও শতাব্দী দেখার তৌফিক দিন এবং আল্লাহ্ তা'লা এটিকে সকল ধরনের দুর্যোগ থেকে রক্ষা করুন। যাহোক, মসজিদে সত্যিকার অধিকার তখনই প্রদান করা হবে যখন আমরা এর প্রতি আমাদের দায়িত্বাবলি পালন করবো এবং এটিকে ইবাদতকারী দ্বারা পূর্ণ করবো।"

ফোর্ট ওয়ার্থে বায়তুল কাইয়্যুম মসজিদের উদ্বোধন

এক সপ্তাহ পূর্বে, ৭ অক্টোবর, শুক্রবার হুযূর আকদাস ফোর্ট ওয়ার্থ শহরে অবস্থিত বায়তুল কাইয়্যুম মসজিদ উদ্বোধনের জন্য সেখানে যাত্রা করেন।

মসজিদ উদ্বোধনের ফলক উন্মোচন ও বৃক্ষরোপণের পর হুযূর আকদাস মসজিদ প্রাঙ্গন পরিদর্শন করেন। মাগরিব ও ইশা নামাযের পূর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের স্থানীয় সদস্যরা হুযূর আকদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ লাভ করেন; যেখানে তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করেন যে, তাদের উচিত নামাযে উপস্থিতি বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

মেরিল্যান্ডের বায়তুর রহমান মসজিদে আগমন

৯ অক্টোবর স্থানীয় সময় দুপুরে, হুযূর আকদাস বায়তুল ইকরাম মসজিদ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট থেকে বিমান যাত্রা করেন। পড়ন্ত বিকেলে হুযূর আকদাস বাল্টিমোর ওয়াশিংটন থারগুড মার্শাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান এবং সেখান থেকে সরাসরি সিলভার স্প্রিং-এর বায়তুর রহমান মসজিদে চলে যান।

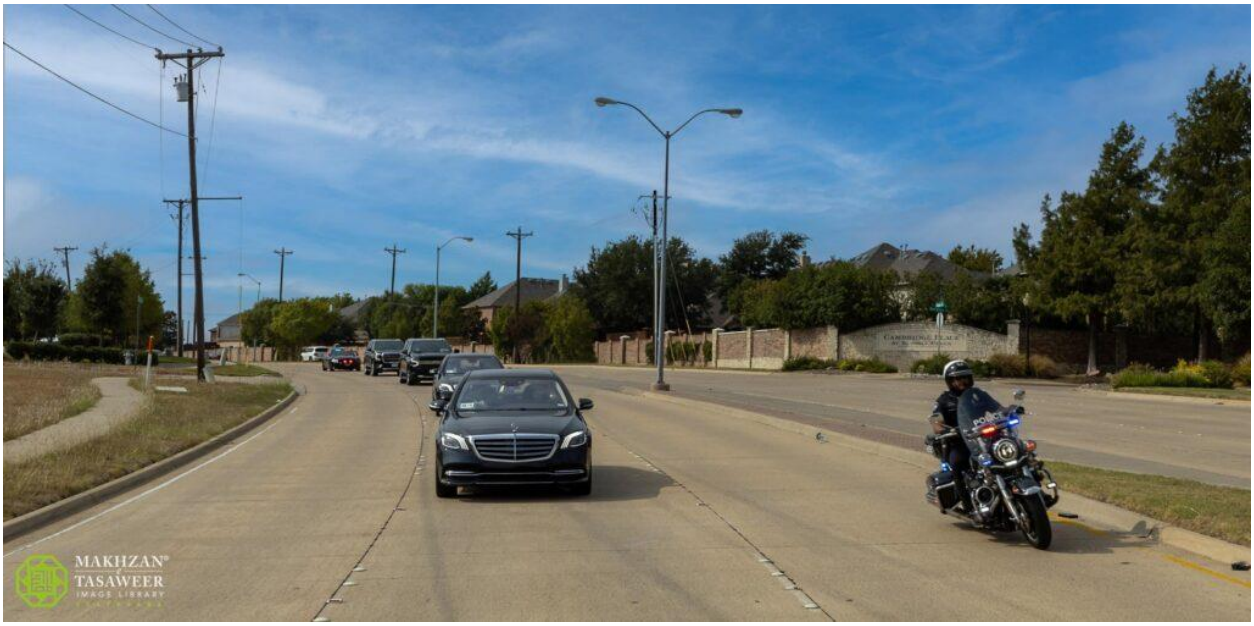

মসজিদে পৌঁছানোর পর, হুযূর আকদাসের জন্য উৎসুকভাবে অপেক্ষারত থাকা ২০০০ এর বেশি সংখ্যক আহমদী মুসলমান পুরুষ, নারী এবং শিশু তাঁকে স্বাগত জানান।

MAKHZAN
TASAWEER

CREW
MAKHZAN
TASAWEER

MAKHZAN
TASAWEER

গেস্ট হাউস পরিদর্শন এবং সরাই-এ-খিদমত-এর উদ্বোধন

১০ অক্টোবর হুযূর আকদাস বায়তুর রহমান মসজিদের নিকটবর্তী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নতুন গেস্ট হাউস পরিদর্শন করেন।

হুযূর আকদাস সরাই-এ-খিদমতও উদ্বোধন করেন যা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (আহমদী মুসলমান যুবকদের সংগঠন), যুক্তরাষ্ট্রের সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

আহমদী মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

ঐ দিনে পরবর্তীতে, হুযূর আকদাস আহমদী মুসলমান পুরুষ ও নারীদের উভয়ের সঙ্গে আলাদাভাবে সভা করেন, যেখানে তারা হুযূর আকদাসের সঙ্গে কথা বলার ও তাঁর দোয়া লাভ করার সুযোগ লাভ করেন।

পুরো সফর জুড়ে, আহমদী মুসলমানদের সঙ্গে সম্মিলিত সাক্ষাতের পাশাপাশি হুযূর আকদাস শত শত আহমদী মুসলমানের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সাক্ষাৎও করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে নবদীক্ষিত সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

মঙ্গলবার হুযূর আকদাস সেইসকল আহমদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যারা সম্প্রতি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

সভা চলাকালে, হুযূর আকদাস ৪৬ জন অংশগ্রহণকারীর প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদেরকে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করার এবং তা বুঝে পড়ার উপদেশ প্রদান করেন; আর বিশেষত, তাদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরাটি শিখতে বলেন, যা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য আবশ্যকীয়।

বয়আত

মঙ্গলবারে নবদীক্ষিতদের সঙ্গে সভার সময়ে একজন অংশগ্রহণকারী উল্লেখ করেন যে, তিনি এখনও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অর্ন্তভুক্ত হন নি; কিন্তু, এখন বয়আত করতে চান; এবং অনুরোধ করেন, তাকে যেন তার বয়আতের অঙ্গীকার হুযূর আকদাসের হাতে হাত রেখে করার সুযোগ প্রদান করা হয়।

এর পরের দিন বুধবার যোহর ও আসর নামাযের পর, হুযূর আকদাস একটি আবেগঘন বয়আতের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। মসজিদে উপস্থিত সকলেই একটি মানব-শৃঙ্খলের মাধ্যমে খলীফার হাতে হাত রেখে বয়আতের অঙ্গীকার করার সুযোগ লাভ করেন।

মসরূর আন্তর্জাতিক টেলিপোর্ট পরিদর্শন

একই দিনে হুযূর আকদাস এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন যেখানে নানা সুযোগ-সুবিধা এবং সেই 'টেলিপোর্ট' রয়েছে যেখান থেকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এমটিএ-এর আঞ্চলিক চ্যানেলগুলো সম্প্রচারিত হয়।

ওয়াকেফাতে নও ক্লাস (বালিকা)

ঐ দিনে পরবর্তীতে হুযূর আকদাস ১২ বছর এবং তদূর্ধ্ব ওয়াকফে নও বালিকাদের সঙ্গে সভা করেন; যেখানে অংশগ্রহণকারীরা হুযূর আকদাসকে সাম্প্রতিক নানা বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অগ্রগতিকে তিনি কীভাবে দেখেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এটি কেবল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয় নয়। দেখা যাচ্ছে যে, এটি রাশিয়া ও ইউক্রেনের সীমানাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। পুরো বিশ্ব এতে যুক্ত হতে যাচ্ছে। পুরো বিশ্ব যদি এ যুদ্ধে যুক্ত হয়ে পড়ে, তবে আমি আশা করি তখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের উপলব্ধি জাগ্রত হবে এবং ভাবতে শুরু করবে যে, কেন এটি ঘটলো। এটি কেন ঘটেছে তা ভাবার জন্য

[তখন] খুব কম সংখ্যক লোকই অবশিষ্ট থাকবে। যারা অবশিষ্ট থাকবে, আমি আশা করি তারা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজবে, ভাল কাজের দিকে ঝুঁকবে, প্রকৃত ধর্ম অনুসন্ধান করবে এবং তখন এটি আহমদী মুসলমান নর-নারীর দায়িত্ব হবে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যে, 'এখন আপনারা আপনাদের জাগতিক কামনা-বাসনার ফল দেখেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তোমাদের উচিত আমার অনুশাসন ও নির্দেশগুলোর অনুসরণ করা এবং আমার শিক্ষা মান্য করা, আমি যা বলেছি তা চর্চা করা এবং আমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন করা।' তখন যদি তারা উপলব্ধি না করে তাহলে তারা আরেকটি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। তখন পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং, আমরা বলতে পারি না, কী হতে যাচ্ছে। আমাদের উচিত দোয়া করা এবং ধর্মের সত্যিকার বার্তা পৌঁছানো এবং মানুষকে কীভাবে তার সৃষ্টিকর্তার নিকটবর্তী করা যায় – এই প্রস্তুতি নিতে থাকা।"

অপর এক অংশগ্রহণকারী উল্লেখ করেন যে, হুযূর আকদাস কোনো সফরের পর যখন বিদায় নেন তখন আহমদী মুসলমানরা খুব দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি জানতে চান হুযূর আকদাসের কেমন অনুভূতি হয় যখন (কোন দেশ থেকে) তাকে বিদায় নিতে হয়।

খুব স্নেহের সঙ্গে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমার বিদায়ের সময় তুমি যদি দুঃখ ভারাক্রান্ত বোধ করো, তখন আমিও একই রকম বোধ করি। এমনটিই ঘটে থাকে। কিন্তু, কিছু সময় পর তুমি ভুলে যাও যে, আমি এখানে এসেছিলাম এবং আমি চলে গিয়েছি। [কিন্তু] আমি কখনো তোমাদের ভুলতে পারি না। আমি তোমাদের জন্য সর্বদা দোয়া করতে থাকি। সুতরাং, এভাবে জগৎ চলে, আর আমাদেরও এমন আচরণই হওয়া উচিত যে, কোন ব্যক্তি যিনি আমাদের শহরে বা পৃথিবীতে এসেছেন তাকে ফিরে যেতে হবে। আমাদের তার জন্য, একে অপরের জন্য, দোয়া করা উচিত। এভাবে আমরা আমাদের সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করতে পারি। এমনটি তোমাদের করা উচিত এবং আমারও এমনটিই করা উচিত।"

ওয়াকফে নও স্কীমের একজন সদস্য হুযূর আকদাসকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তারা কী প্রচেষ্টা চালাতে পারেন, এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কেবল প্রয়োজনের সময়ই তোমার যানবাহন ব্যবহার করা উচিত; পার্শ্ববর্তী বার্গার শপ বা একশ গজ ভ্রমণের জন্য নয়। পরিবেশকে দূষিত করবে না। কার্বন নিঃসরণ কমাতে চেষ্টা করো এবং বেশি বেশি গাছ লাগাও। প্রত্যেক ওয়াকফে নও-এর উচিত বছরে অন্তত ১০টি গাছ রোপণ করা। তাহলে আমরা হাজার হাজার গাছ লাগাতে পারবো। এটিও সাহায্য করবে। মানুষকে তাদের দায়িত্বাবলি সম্পর্কে বুঝানো এবং উপলব্ধি করাতে চেষ্টা করো। জলবায়ু পরিবর্তন ও গ্রিনহাউস প্রভাবের একজন বড় আলোচক ও প্রচারক হওয়ার চেষ্টা করো। সুতরাং, এভাবে তুমি তোমার দেশ, তোমার প্রতিবেশী ও শহরের সাহায্য করতে পারো।"

ওয়াকফে নও ক্লাস (বালক)

উক্ত সভার পর ১২ বছর ও তদূর্ধ্ব ওয়াকফে নও বালকদের সঙ্গেও হুযূর আকদাস সভা করেন।

একজন ওয়াকফে নও হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞেস করেন, যখন তিনি ঘানা বা পাকিস্তানে থাকতেন এবং যুগ-খলীফা অন্য দেশে অবস্থান করতেন তখন বাহ্যিকভাবে দূরত্বে থাকার পরও তিনি কীভাবে যুগ-খলীফার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমি এমন এক পরিবেশে বড় হয়ে উঠি যেখানে আমাকে শেখানো হয় যে, যুগ-খলীফা ব্যতীত কোনো আধ্যাত্মিক জীবন থাকতে পারে না। যখন আমি জীবন উৎসর্গ করি এবং আফ্রিকায় যাই, আমি প্রায়ই খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ও খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে পত্র লিখতাম। আমি প্রায়ই নিজের জন্য দোয়া করতাম যেন আমি সর্বদা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারি এবং কখনো এমন কাজ না করি যা যুগ-খলীফাকে বিরক্ত করে। এভাবে তুমি খলীফার সঙ্গে তোমার বন্ধনকে দৃঢ় করতে পারো। তোমাদেরও এমনই করা উচিত। খলীফাতুল মসীহ্-র সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করো, আর প্রত্যহ তাঁর জন্য নামাযে দোয়া করো এবং নিজের জন্যও দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তা'লা তোমার ঈমান ও খলীফাতুল মসীহ্র সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করেন।"

একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞেস করেন, পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বন্যা আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক নিপীড়নের ফলস্বরূপ কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি কেবল পাকিস্তানে আহমদী মুসলমানদের নিপীড়নের জন্য না। আরও অনেক মন্দ কাজ আছে, যা তারা করে যাচ্ছে। এমনকি তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক নেতা এবং তাদের মোল্লারা (ধর্মীয় আলেমগণ) বলা শুরু করেছে যে, এই বন্যা, দেশের সার্বিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অশান্তি – এগুলো আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু, তারা এটি উপলব্ধি করতে চায় না যে, এটি তাদের মন্দ অভ্যাস, অপকর্ম এবং নিরীহ মানুষকে হত্যার জন্য হচ্ছে। সুতরাং, আমি মনে করি এটি অনেক কারণের একটি।"

সমাপ্ত

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: media@pressahmadiyya.com